Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যাকাত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মো:মাঈন উদ্দিন মুন্না

রোলঃ 227011673

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যাকাত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মো:মাঈন উদ্দিন মুন্না

রোলঃ 227011673

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " যাকাত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মো:মাঈন উদ্দিন মুন্না, আইডিঃ 227011673 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " যাকাত" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

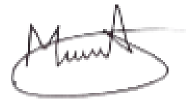

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

মো:মাঈন উদ্দিন মুন্না

আইডিঃ 227011673

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা..1

যাকাতের অর্থ...1

যাকাতের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ...1

যাকাতের নামকরণ..2

নামকরণের কারণসমূহ..2

নামকরণের ঐশী উদ্দেশ্য...3

অর্থনীতিতে যাকাতের ভূমিকা...3

যাকাত প্রদানের ফযীলত:: 5

যাকাত না দেওয়ার ইহকালীন ক্ষতি::...9

যাকাত অনাদায়ীর পরকালীন শাস্তি::...11

যাকাত কখন ফরয হয়? এবং কার উপর ফরয হয়? 13

যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত...14

যাকাত কার উপর ফরয হয়?..14

যাকাত আদায় করতে হবে চন্দ্রবর্ষ তথা হিজরী বর্ষের আলোকে নেসাবের পরিমাণ ও যাকাতযোগ্য সম্পদ:: 15

যেসব জিনিসের উপর যাকাত ফরজ নয়::...17

যাকাত আদায়ে মূল্যের মানদণ্ড: সোনা নাকি রুপা?...20

ব্যবহৃত সোনা-রুপার উপর যাকাতের বিধান..21

প্রভিডেন্ট ফান্ডের যাকাতের বিধান 22

ফসলের যাকাত::..23

যাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে না::...24

যাকাত কোন খাতে দেওয়া উত্তম?..25

ভূমিকা

ইসলামের মৌলিক পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে যাকাত অন্যতম। ইসলামের তৃতীয় রুকন হচ্ছে, এই যাকাত। এটি মুসলিম সমাজে ধনী-গরিবের মধ্যে সম্পদের ভারসাম্য তৈরি করে এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যাকাত শুধুমাত্র আর্থিক সাহায্য নয়; এটি আল্লাহর প্রতি দায়বদ্ধতা এবং মানবতার প্রতি দায়িত্বের প্রকাশ। কুরআন এবং হাদিসে যাকাতের গুরুত্ব বারবার উল্লেখ করা হয়েছে, যা সমাজে এর অপরিহার্যতা নির্দেশ করে।সুতরাং যাকাত কোনো আর্থিক জরিমানা বা টেক্স নয়,কেবলই একটি ইবাদত।

যাকাতের অর্থ

"যাকাত" আরবি শব্দ "زكاة" (Zakah) থেকে উদ্ভূত, যার শাব্দিক অর্থ হলো "পবিত্রতা", "পরিশুদ্ধি", "পরিষ্কার করা" এবং "বৃদ্ধি"। ইসলামী পরিভাষায়, যাকাত বলতে বুঝায় সেই নির্ধারিত অংশ যা একজন সম্পদশালী মুসলমান তার সম্পদের নির্দিষ্ট পরিমাণ (সাধারণত ২.৫%) দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত এবং নির্ধারিত শ্রেণির মানুষের জন্য প্রদান করে থাকেন।

যাকাতের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ

শাব্দিক অর্থ:

- পবিত্রতা এবং শুদ্ধতা অর্জন।
- সম্পদের বরকত বৃদ্ধি।
- আত্মার কৃপণতা দূরীকরণ।

পারিভাষিক অর্থ:
ইসলামী শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী ধনী ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত সম্পদের একটি অংশ দরিদ্রদের জন্য আদায় করা। এটি বাধ্যতামূলক ইবাদতের একটি রূপ এবং ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম।

যাকাতের নামকরণ

"যাকাত" শব্দটি আরবি "زكاة" (Zakah) থেকে এসেছে, যার শাব্দিক অর্থ হলো "পবিত্রতা", "পরিশুদ্ধি", "বৃদ্ধি" এবং "উন্নতি"। এই শব্দের নামকরণের মূল কারণ হলো যাকাত সম্পদের পবিত্রতা অর্জন, ব্যক্তির আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা এবং সমাজে দারিদ্র্য দূর করে ভারসাম্য ও উন্নতি প্রতিষ্ঠা করা।

নামকরণের কারণসমূহ

পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি:

- যাকাত সম্পদকে অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করে।
- এটি আত্মার লোভ, কৃপণতা, এবং ধন-সম্পদের প্রতি অতি আসক্তি দূর করে।
- কুরআনে বলা হয়েছে:
  "তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করো, যা তাদের পবিত্র করবে এবং পরিশুদ্ধ করবে।"
  (সূরা আত-তওবাহ: ১০৩)

বৃদ্ধি ও বরকত:

- যাকাত সম্পদকে হ্রাস না করে বরং তার বরকত বৃদ্ধি করে।
- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
  "যাকাত সম্পদকে কখনো হ্রাস করে না বরং তা বৃদ্ধি করে।"
  (সহীহ মুসলিম: ২৫৮৮)

সামাজিক ভারসাম্য ও উন্নতি:

- যাকাতের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ হয় এবং সমাজে দারিদ্র্য দূর হয়।
- এই প্রক্রিয়া ধনী ও গরিবের মধ্যে এক ধরনের নৈতিক ও সামাজিক সংহতি সৃষ্টি করে।

নামকরণের ঐশী উদ্দেশ্য

আল্লাহ তাআলা যাকাতকে এমন একটি বিধান হিসেবে প্রবর্তন করেছেন, যা ব্যক্তি, সম্পদ, এবং সমাজের পরিশুদ্ধি ও কল্যাণ নিশ্চিত করে। এ কারণে যাকাতের নামকরণ এই অর্থ বহন করে:

১.আত্মার পবিত্রতা ও কৃপণতার শোধন।

২.সম্পদকে হালাল এবং বৈধ পন্থায় ব্যবহারের নিশ্চয়তা।

৩.সমাজে দারিদ্র্য বিমোচন এবং অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠা।

অর্থনীতিতে যাকাতের ভূমিকা

যাকাত ইসলামের অন্যতম মৌলিক অর্থনৈতিক নীতিমালা। এটি কেবল একটি ইবাদত নয়, বরং একটি আর্থিক ব্যবস্থা, যা ধনী ও গরিবের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টি করে এবং সমাজে দারিদ্র্য দূর করে।

১. সম্পদের পুনর্বণ্টন:

যাকাত ধনী থেকে গরিবের দিকে সম্পদ স্থানান্তরের একটি কার্যকর পদ্ধতি।

- এটি ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমিয়ে আনে।
- দারিদ্র্য সীমার নিচে থাকা মানুষের জীবিকা নির্বাহের সুযোগ সৃষ্টি করে।
- কুরআনে বলা হয়েছে: **"তোমাদের ধন-সম্পদ যেন তোমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে না থাকে।"** *(সূরা আল-হাশর: ৭)*

২. দারিদ্র্য বিমোচন:

- দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের জন্য যাকাত একটি স্থায়ী সমাধান।
- যাকাতের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অসাম্য দূর হয় এবং দরিদ্র মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ হয়।
- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **"তোমাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করে গরিবদের মাঝে বিতরণ করো।"** *(সহীহ বুখারি: ১৪৯১)*

৩. অর্থনৈতিক প্রবাহ বৃদ্ধি:

- যাকাতের মাধ্যমে অর্থ স্থবির না থেকে অর্থনীতিতে প্রবাহিত হয়।

- এটি স্থবির অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত করতে সহায়তা করে, কারণ দরিদ্ররা প্রাপ্ত অর্থ ব্যয় করে এবং চাহিদা বাড়ায়।
- এই চাহিদা উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান রাখে।

৪. সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা:

- যাকাত একটি আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে।
- এটি অভাবগ্রস্ত, ঋণগ্রস্ত, এবং পথহারা মানুষদের পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করে।
- কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী যাকাতের গ্রহণযোগ্যতার ৮ শ্রেণি নির্ধারিত হয়েছে: **"সাদাকাহ (যাকাত) হলো গরিব, মিসকিন, যাকাত কার্যক্রমে নিয়োজিত, নতুন মুসলমান, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে সংগ্রামরত, মুসাফির, এবং মুক্তিপ্রত্যাশী দাসদের জন্য।"**

  (সূরা আত-তওবাহ: ৬০)

৫. সম্পদের পবিত্রতা ও ন্যায্যতা:

- যাকাত সম্পদকে শুদ্ধ ও পবিত্র করে।
- এটি সমাজে সম্পদের ওপর একচেটিয়া অধিকারকে নিরুৎসাহিত করে এবং ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করে।

৬. কর ব্যবস্থার বিকল্প:

যাকাতকে একটি নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক কর বলা যেতে পারে।

- এটি ধনীদের জন্য বাধ্যতামূলক।
- তবে কর ব্যবস্থার চেয়ে এটি অনেক বেশি নৈতিক এবং উদ্দেশ্যমূলক, কারণ এর মূল লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

৭. মানবিক উন্নয়নে অবদান:

- যাকাতের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং জীবনমান উন্নত হয়।
- এটি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান ও সৃজনশীল কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে।

যাকাত প্রদানের ফযীলত::

যাকাত আদায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা সম্পদকে পবিত্র করে, সমাজে দারিদ্র্য দূর করে, এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথ প্রশস্ত করে। কুরআন ও হাদিসে যাকাত আদায়ের অনেক ফযীলত উল্লেখিত হয়েছে।

কুরআনে যাকাতের ফযীলত-

১. সম্পদ ও আত্মার পবিত্রতা:

যাকাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সম্পদ ও আত্মাকে পবিত্র করেন।

- **আয়াত:**

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

- **"তাদের সম্পদ থেকে সদকা (যাকাত) গ্রহণ করো, যা তাদের পবিত্র করবে এবং পরিশুদ্ধ করবে।"**

  (সূরা আত-তওবাহ: ১০৩)

২. সফলতা লাভের প্রতিশ্রুতি:

যারা যাকাত আদায় করে, তারা প্রকৃত অর্থে সফলকাম।

- **আয়াত:**

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

"এবং যারা যাকাত আদায় করে।"

(সূরা আল-মু'মিনূন: ৪)

৩. আল্লাহর নৈকট্য লাভ:

যাকাত আদায়কারীদের আল্লাহর পথে সৎকর্মশীল বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

- **আয়াত:**

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"তোমরা সালাত কায়েম করো এবং যাকাত আদায় করো এবং রুকু করো রুকুকারীদের সাথে।"

(সূরা আল-বাকারাহ: ৪৩)

৪. অধিকার পরিপালনের নির্দেশ:
যাকাত প্রদান করা সম্পদশালীদের দায়িত্ব এবং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত।

- **আয়াত:**

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۝ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝

"তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে নির্ধারিত অধিকার; প্রার্থী এবং বঞ্চিতের জন্য।"
(সূরা আয-যারিয়াত: ১৯)

<u>হাদিসে যাকাতের ফযীলত-</u>

১. যাকাত সম্পদের বরকত বাড়ায়:
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"যাকাত সম্পদকে কখনো হ্রাস করে না বরং তা বৃদ্ধি করে।"
(সহীহ মুসলিম: ২৫৮৮)

২. আখিরাতে নাজাতের মাধ্যম:
হজরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ থেকে আল্লাহর পথে যাকাত প্রদান করে, তার জন্য জান্নাত নিশ্চিত।"
(তিরমিজি: ৬৬১)

৩. কৃপণতা থেকে মুক্তি:
যাকাত মানুষের লোভ ও কৃপণতা দূর করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"যাকাত কৃপণতা দূর করে এবং সম্পদ পবিত্র করে।"

<u>যাকাত আদায়ের ইহকালীন উপকারিতা::</u>

যাকাত ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং আর্থিক শুদ্ধি ও সমৃদ্ধির একটি মাধ্যম। এটি শুধু আখিরাতের জন্য নয়, দুনিয়াতে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং আত্মিক উন্নতির জন্যও অত্যন্ত উপকারী। কুরআন ও হাদিসে যাকাতের ইহকালীন উপকার সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

১. সম্পদ পরিশুদ্ধি ও পবিত্রতা:
যাকাত সম্পদকে পবিত্র করে এবং তার মধ্যে বরকত সৃষ্টি করে।

- **আয়াত:**

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

"তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করো, যা তাদের পবিত্র করবে এবং পরিশুদ্ধ করবে।"

(সূরা আত-তওবাহ: ১০৩)

- ইহকালীন উপকার:
  - সম্পদে বরকত বৃদ্ধি।
  - হালাল উপার্জনের গ্যারান্টি।
  - মনের লোভ ও কৃপণতা দূর হয়।

২. দারিদ্র্য বিমোচন:

যাকাত গরিবদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে এবং সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টি করে।

- **আয়াত:**

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۝ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝

"তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে নির্ধারিত অধিকার; প্রার্থী এবং বঞ্চিতের জন্য।"

(সূরা আয-যারিয়াত: ১৯)

- ইহকালীন উপকার:
  - দরিদ্রদের জীবনমান উন্নয়ন।
  - সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ।
  - গরিবদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

৩. সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা:

যাকাত আদায় সমাজে পারস্পরিক সহানুভূতি ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করে।

- **আয়াত:**

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ۝

"সদকাহ (যাকাত) গরিব এবং অভাবগ্রস্তদের জন্য।"

(সূরা আত-তওবাহ: ৬০)

- ইহকালীন উপকার:
    - ধনী-গরিবের মধ্যকার দূরত্ব কমে।
    - সমাজে সহমর্মিতা ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।
    - অপরাধপ্রবণতা কমে।

৪. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা:

যাকাত অর্থনীতিতে অর্থের প্রবাহ নিশ্চিত করে এবং স্থবিরতা দূর করে।

- **আয়াত:**

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

"যাতে সম্পদ কেবল তোমাদের ধনী ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে।"

(সূরা আল-হাশর: ৭)

- ইহকালীন উপকার:
    - ধন-সম্পদ কেবল ধনীদের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয় না।
    - অর্থনীতিতে গতি বৃদ্ধি পায়।
    - নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়।

৫. আল্লাহর নেয়ামত ও বরকত লাভ:

যাকাত আদায়ের ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়াতেই বরকত লাভ হয়।

- **আয়াত:**

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ

"তোমরা যা কিছু দান করো, তিনি তার প্রতিদান দেন।"

(সূরা সাবা: ৩৯)

- ইহকালীন উপকার:
    - সম্পদ বৃদ্ধি এবং সংকট থেকে মুক্তি।
    - ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে শান্তি আসে।

- জীবনে আল্লাহর রহমত ও বরকত লাভ।

যাকাত না দেওয়ার ইহকালীন ক্ষতি::

যাকাত ইসলামের একটি মৌলিক বিধান, যা ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি। এটি দরিদ্রদের সাহায্য করার পাশাপাশি সমাজে আর্থিক ভারসাম্য বজায় রাখে এবং সম্পদের পবিত্রতা অর্জন করে। তবে যাকাত না দিলে ইহকালেও বিভিন্ন ক্ষতি ও বিপদ সৃষ্টি হতে পারে। কুরআন ও হাদিসে যাকাত না দেওয়ার জন্য যে ইহকালীন ক্ষতি রয়েছে, তা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

১. সম্পদের পরিশুদ্ধি না হওয়া:

যাকাত না দিলে সম্পদ পরিশুদ্ধ হয় না এবং তা হালাল হয় না।

- **আয়াত:**

  وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

  "যারা সোনা ও রূপা জমা করে রাখে এবং আল্লাহর পথে তা ব্যয় করে না, তাদের জন্য দুঃখজনক শাস্তির সংবাদ দিন।"

  (সূরা আত-তাওবাহ: ৩৪)

  - **ইহকালীন ক্ষতি:**
    - সম্পদে বরকত কমে যায়।
    - অর্থের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শুদ্ধতা হারিয়ে যায়।

২. দারিদ্র্য বৃদ্ধি:

যাকাত না দেওয়ার কারণে সমাজে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায় এবং গরিবদের সাহায্য না পাওয়ায় সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়।

- **আয়াত:**

  إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

  "যারা এতিমদের মাল-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা আসলে নিজেদের পেটেই আগুন প্রবাহিত করে এবং তারা আগুনের মধ্যেই প্রবেশ করবে।"

  (সূরা আন-নিসা: ১০)

  - **ইহকালীন ক্ষতি:**

- যাকাত না দেওয়ার ফলে দরিদ্র মানুষের সমস্যা বাড়ে।
- সমাজে দারিদ্র্য ও অপরাধ বৃদ্ধি পায়।

৩. আল্লাহর রহমত ও বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়া:

যাকাত না দেওয়া ব্যক্তির ওপর আল্লাহর রহমত ও বরকত বন্ধ হয়ে যায়।

- **আয়াত:**

وَمَا أَمَرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

"তাদের কাছে কোনো নির্দেশ ছিল না, কিন্তু তারা যেন আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস রাখে, নামাজ কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে।"

(সূরা আল-বায়্যিনাহ: ৫)

- **ইহকালীন ক্ষতি:**
  - যাকাত না দেওয়া আল্লাহর সন্তুষ্টি হারানোর কারণ হয়।
  - জীবনে বরকত ও শান্তি নষ্ট হয়।

৪. আখিরাতে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হওয়া:

যাকাত না দেওয়া ব্যক্তির জন্য আখিরাতে শাস্তি অপেক্ষা করছে।

- **আয়াত:**

إِنَّ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"যারা সোনা ও রূপা জমা করে রাখে এবং আল্লাহর পথে তা ব্যয় করে না, তাদের জন্য দুঃখজনক শাস্তির সংবাদ দিন।"

(সূরা আত-তাওবাহ: ৩৪)

- **ইহকালীন ক্ষতি:**
  - যাকাত না দেওয়ার কারণে আল্লাহর রাগ ও শাস্তি নিশ্চিত হয়।
  - আখিরাতে কঠিন শাস্তির শিকার হতে হবে।

৫. ব্যক্তিগত শান্তি ও সুখের অভাব:

যাকাত না দেওয়া ব্যক্তির মনের শান্তি ও সুখ নষ্ট হয়ে যায়।

- **আয়াত:**

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

"সদকা (যাকাত) গরিবদের জন্য, মিসকিনদের জন্য এবং যারা এর কাজে নিযুক্ত তাদের জন্য।"

(সূরা আত-তাওবাহ: ৬০)

- **ইহকালীন ক্ষতি:**
  - মনের অস্থিরতা বৃদ্ধি।
  - সামাজিক ও ব্যক্তিগত শান্তির অভাব।

যাকাত অনাদায়ীর পরকালীন শাস্তি::

যাকাত ইসলামের একটি মৌলিক ইবাদত এবং এটি প্রতি মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক। যাকাত না দেওয়া বা এর পরিপালন না করা একদিকে যেমন ইহকালীন ক্ষতির কারণ, তেমনি পরকালেও এটি শাস্তির কারণ হতে পারে। কুরআন ও হাদিসে যাকাত অনাদায়ীর জন্য পরকালীন শাস্তি সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।

১. যাকাত না দেওয়ার কারণে কঠিন শাস্তি:

যারা যাকাত পরিপালন না করে, তাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে, বিশেষ করে তাদের সম্পদের জন্য। কুরআনে এর সম্পর্কে বলা হয়েছে:

- **আয়াত:**

إِنَّ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"যারা সোনা ও রূপা জমা করে রাখে এবং আল্লাহর পথে তা ব্যয় করে না, তাদের জন্য দুঃখজনক শাস্তির সংবাদ দিন।"

(সূরা আত-তাওবাহ: ৩৪)

ব্যাখ্যা:

এ আয়াতে আল্লাহ সোনা ও রূপা জমা করে রাখার এবং যাকাত না দেওয়ার পরিণতি হিসাবে

কঠোর শাস্তি ঘোষণা করেছেন। কিয়ামত দিবসে, যাদের কাছে যাকাত আদায় করার জন্য সম্পদ ছিল কিন্তু তারা তা ব্যয় করেনি, তাদের জন্য কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে।

২. সম্পদের মালিকদের শাস্তি:

যাকাত না দেওয়ার শাস্তি কেবল শুধু আধ্যাত্মিক শাস্তি নয়, এটি একটি শারীরিক শাস্তিরও প্রতিশ্রুতি।

- **আয়াত:**

يُحْشَرُ بِهِمَا إِلَى جَهَنَّمَ فَتُحْمَىٰ عَلَيْهِمَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ

"তারা (ধনীদের) যাকাত না দেওয়ার কারণে তাদের ধনসম্পদ নিয়ে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনে ফেলা হবে, সেখানে তাদের কপাল, পিঠ এবং পাশগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হবে।"

(সূরা আত-তাওবাহ: ৩৫)

ব্যাখ্যা:

এ আয়াতটি স্পষ্টভাবে জানাচ্ছে যে, যাকাত না দেওয়ার কারণে কিয়ামত দিবসে, তাদের যা কিছু সঞ্চিত ছিল তা সবকিছু নিয়ে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং তাদের শরীর পুড়ে যাবে। যাকাত না দেওয়া সম্পদের পরিণতি খুবই কঠিন।

৩. পাপীদের জন্য অনন্ত শাস্তি:

যাকাত না দেওয়ার ফলে যারা সম্পদ জমা করে, তারা পরকালে দুঃখকর শাস্তি ভোগ করবে।

- **আয়াত:**

وَيَوْمَ يَحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ

"এটি হবে সেই দিন, যখন তারা তাদের সোনার রূপা দিয়ে শাস্তি পাবে, তাদের কপাল, পিঠ ও পাশ পুড়ে যাবে।"

(সূরা আল-হাশর: ১০)

ব্যাখ্যা:

এ আয়াত দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে যাকাত না দেওয়ার কারণে, তাদের সম্পদের শাস্তি হবে এবং কিয়ামতের দিন তাদের সমস্ত দেহ পুড়ে যাবে, কারণ তারা সেসব সম্পদ আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে ব্যয় করেনি।

৪. আল্লাহর গজব ও শাস্তি:

যাকাতের অনাদায়ে আল্লাহর গজব এবং শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। যারা ধনী হয়ে তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের জন্য শাস্তি অপেক্ষা করছে।

- **আয়াত:**

إِنَّ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"যারা সোনা ও রূপা জমা করে রাখে এবং আল্লাহর পথে তা ব্যয় করে না, তাদের জন্য দুঃখজনক শাস্তির সংবাদ দিন।"

(সূরা আত-তাওবাহ: ৩৪)

৫. কিয়ামতে কাফেরদের মতো শাস্তি:

যাকাত না দেওয়ার ফলে, মানুষ আল্লাহর রাহে ব্যয় না করলে তাদের অবস্থান কাফেরদের মতো হতে পারে এবং তারা শাস্তি ভোগ করবে।

- **আয়াত:**

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"তাদের ধন-সম্পদে একটি নির্ধারিত অধিকার রয়েছে, যেটি দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের জন্য।"

(সূরা আয-যারিয়াত: ১৯)

ব্যাখ্যা:

এ আয়াতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন যে, প্রত্যেক ধনীর জন্য নির্দিষ্ট অংশটি যাকাত হিসেবে দেয়া উচিত, না করলে এর পরিণতি খুবই খারাপ হতে পারে।

যাকাত কখন ফরয হয়? এবং কার উপর ফরয হয়?

যাকাত ইসলামের একটি মৌলিক ইবাদত এবং এটি মুসলমানদের উপর নির্দিষ্ট শর্তে ফরয হয়। কুরআন ও হাদিসে যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত এবং তা কাদের উপর ফরয, তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত

যাকাত ফরয হওয়ার জন্য কিছু শর্ত পূর্ণ হতে হয়, যার মধ্যে প্রধান হলো:

1. **সম্পদ সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে পাঁচ তোলা রূপা অথবা সমমানের মূল্যবান সম্পদ থাকা।**
2. **এক বছরের হালাল সম্পদ থাকা (অর্থাৎ, বছরে একবার যাকাত দিতে হবে)।**
3. **মালিকের বয়স প্রাপ্ত (বালেগ) হওয়া।**
4. **ফ্রি (স্বাধীন) অবস্থায় থাকা (যার উপর শাসক বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের অধিকার নেই)।**

যাকাত ফরয হওয়ার সময় (নিসাব পূর্ণ হলে)

যাকাত ফরয হওয়ার জন্য একটি পূর্ণ বছর (হিজরি সনের ৩৬৫ দিন) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের উপর থাকতে হবে। যদি সম্পদ এক বছর পরেও সেই পরিমাণে থাকে, তবে তার উপর যাকাত ফরয হবে।

- **আয়াত:**

وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"তোমরা নামাজ কায়েম করো এবং যাকাত প্রদান করো, এবং তোমরা যা কিছু নিজেদের জন্য পাঠাও, তা আল্লাহর কাছে পাবে। নিশ্চয় আল্লাহ যা কিছু তোমরা করো তা দেখেন।"

(সূরা আল-হাদিদ: ১৮)

এ আয়াতে সাধারণভাবে যাকাত প্রদান করা নির্দেশিত হয়েছে, তবে যাকাতের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ (নিসাব) এবং সময়কাল (এক বছর) প্রয়োজন।

যাকাত কার উপর ফরয হয়?

যাকাত মুসলমানদের উপর ফরয হয় যারা একাধিক শর্ত পূর্ণ করেন। এটি কেবল সেই মুসলমানদের জন্য ফরয যাদের:

১.বয়স প্রাপ্ত (বালেগ): যাকাত শিশু বা অপ্রাপ্ত বয়স্কদের উপর ফরয নয়।

- **হাদিস:**

  "বালেগ হওয়া পর্যন্ত শিশুদের উপর যাকাত ফরয নয়।"

  (সহীহ মুসলিম)

২.স্বাধীন: পনেরো বছর বয়সী (বালেগ) এবং যারা নিজস্ব সম্পদের মালিক তারা যাকাত প্রদান করবেন।

- **হাদিস:**

  "এটা তার উপর যাকাত ফরয, যাদের অর্থের মালিকানা পূর্ণ হয়েছে।"

  (সহীহ মুসলিম)

৩.নিসাব পূর্ণ করা: অর্থাৎ, তার কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ (সোনার ৮৫ গ্রাম বা রূপার ৫৭৫ গ্রাম অথবা তার সমপরিমাণ অন্য সম্পদ) থাকতে হবে।

- **আয়াত:**

  وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

  "তাদের ধন-সম্পদে একটি নির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে, যা নির্দিষ্ট গরিবদের জন্য।"

  (সূরা আল-জারিয়াত: ১৯)

যাকাত আদায় করতে হবে চন্দ্রবর্ষ তথা হিজরী বর্ষের আলোকে নেসাবের পরিমাণ ও যাকাতযোগ্য সম্পদ::

যাকাত আদায় করার ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান চন্দ্রবর্ষ বা হিজরী বর্ষের ভিত্তিতে হিসাব করতে হয়। নিচে সোনা, রূপা এবং নগদ টাকার উপর যাকাতের নিয়মাবলী কুরআনের আয়াত ও হাদীসের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো:

১. সোনার উপর যাকাত

নেসাবের পরিমাণ:

সোনার জন্য নেসাব হলো **৮৭.৪৮ গ্রাম (২০ মিসকাল)**। যদি কারো কাছে এত পরিমাণ সোনা থাকে এবং তা এক বছর ধরে থাকে, তবে এর উপর যাকাত দিতে হবে।

যাকাতের হার:

সোনার উপর যাকাতের হার হলো মোট সম্পদের **২.৫% (১/৪০ অংশ)**।

দলিল:

কুরআন:

"তোমরা যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের সম্পদ থেকে খরচ করো (অন্যের প্রয়োজন মেটাতে) ..."

(সূরা বাকারা: ২৭৭)

হাদীস:

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"যে ব্যক্তির কাছে সোনা বা রূপা থাকে এবং সে তা থেকে যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন ঐ সোনা-রূপা আগুনের পাতে গলানো হবে এবং তা দিয়ে তার শরীরে দাগ দেওয়া হবে।"*

(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৯৮৭)

২. রূপার উপর যাকাত

নেসাবের পরিমাণ:

রূপার জন্য নেসাব হলো **৬১২.৩৬ গ্রাম (২০০ দিরহাম)**। যদি কারো কাছে এত পরিমাণ রূপা থাকে এবং তা এক বছর ধরে থাকে, তবে এর উপর যাকাত দিতে হবে।

যাকাতের হার:

রূপার উপর যাকাতের হার হলো মোট সম্পদের **২.৫% (১/৪০ অংশ)**।

দলিল:

কুরআন:

"আর যারা সোনা-রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের কঠোর শাস্তির সুসংবাদ দাও।"

(সূরা তওবা: ৩৪)

হাদীস:

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"যদি কারো কাছে রূপার ২০০ দিরহাম থাকে এবং তা এক বছর পূর্ণ করে, তবে সে এর ৫ দিরহাম (২.৫%) যাকাত দেবে।"*

(সুনান আবু দাউদ, হাদীস: ১৫৭৩)

৩. নগদ টাকার উপর যাকাত

নেসাবের পরিমাণ:

নগদ টাকার জন্য নেসাব নির্ধারণ করা হয় সোনা বা রূপার বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে। সাধারণত রূপার নেসাব অনুসারে হিসাব করা হয়, কারণ এতে দরিদ্রদের জন্য বেশি উপকার হয়।

যাকাতের হার:

নগদ টাকার উপর যাকাতের হারও হলো মোট সম্পদের **২.৫% (১/৪০ অংশ)**।

দলিল:

কুরআন:

"তাদের সম্পদে রয়েছে নির্ধারিত অধিকার, অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের জন্য।" (সূরা মাজদাহ: ২৪-২৫)

হাদীস:

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) বলেন: *"রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে ইয়ামানে পাঠিয়ে বললেন: 'তুমি তাদের বলে দেবে যে, আল্লাহ তাদের উপর তাদের ধন-সম্পদের যাকাত ফরজ করেছেন, যা তাদের ধনীদের থেকে নিয়ে তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।'" (সহীহ বুখারি, হাদীস: ১৪৫৮)*

যাকাত

আদায়ের গুরুত্বপূর্ণ দিক

১. **চন্দ্রবর্ষের হিসাব:** যাকাতের হিসাব চন্দ্রবর্ষ (৩৫৪ দিন) ধরে করতে হবে। এটি হিজরী সনের নির্ধারিত দিনে প্রদান করতে হবে। ২. **যাকাতযোগ্য সম্পদ:** সোনা, রূপা, নগদ অর্থ, ব্যবসার পণ্য, জমির ফসল, পশু ইত্যাদি যাকাতের আওতায় পড়ে। ৩. **যোগ্য ব্যক্তি:** যাকাত এমন ব্যক্তিকে দিতে হবে, যিনি শরীয়তের দৃষ্টিতে ফকির বা মিসকিন হিসেবে গণ্য।

যেসব জিনিসের উপর যাকাত ফরজ নয়::

যাকাত শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ধরণের সম্পদের উপর ফরজ হয়। যেসব জিনিসের উপর যাকাত ফরজ নয়, সেগুলো হলো:

১.ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিস:

যেমন বাড়ি, গাড়ি, আসবাবপত্র, ব্যবহৃত পোশাক, বাসন-কোসন ইত্যাদি।

২.ডায়মন্ড বা মূল্যবান পাথর:

যদি তা ব্যবসার উদ্দেশ্যে না হয় এবং শুধুমাত্র ব্যক্তিগত শখ বা ব্যবহার্য হিসেবে রাখা হয়।

৩.স্বাভাবিক প্রয়োজনীয় জিনিস:

যেমন ব্যক্তিগত আবশ্যক খাদ্যদ্রব্য, পানীয়, ঔষধ, শিক্ষা সামগ্রী ইত্যাদি।

৪.অকর্মণ্য জমি বা সম্পদ:

যে জমি বা সম্পত্তি ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে না।

দলিল:

কুরআন:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ

"আল্লাহ হচ্ছেন সেই সত্তা যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, তারপর তাতে তোমাদের জন্য বিভিন্ন ফল-ফসল উৎপন্ন করেছেন।"
(সূরা ইবরাহীম: ৩২)

হাদীস:

لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

"কোনো সম্পদের উপর যাকাত ফরজ নয় যতক্ষণ না তা এক বছর পূর্ণ করে।"
(সহীহ বুখারি, হাদিস: ১৪৫৫)

যাকাত আদায়ের হিসাব:

ধাপ ১: যাকাতযোগ্য সম্পদের হিসাব করা

যেসব সম্পদের উপর যাকাত ফরজ, তা হল:

- সোনা ও রূপা (ব্যবহারযোগ্য সোনা ছাড়া)।
- নগদ অর্থ।
- ব্যবসার পণ্য।
- কৃষি ফসল, পশুসম্পদ।

ধাপ ২: যাকাতযোগ্য সম্পদের মূল্য গণনা

সব সম্পদের মূল্য চন্দ্রবর্ষ অনুযায়ী হিসাব করতে হবে।

ধাপ ৩: দেনা ও ঋণ বাদ দেওয়া

যদি কোনো দেনা বা ঋণ থাকে, তাহলে তা সম্পদ থেকে বাদ দিতে হবে।

ধাপ ৪: ২.৫% যাকাত নির্ধারণ

অবশিষ্ট সম্পদের ২.৫% যাকাত দিতে হবে।

ডায়মন্ডের উপর যাকাত::

ডায়মন্ড (হীরা) মূলত ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য হলে এর উপর যাকাত ফরজ নয়। তবে যদি এটি ব্যবসার উদ্দেশ্যে রাখা হয়, তাহলে এর উপর যাকাত ফরজ হবে।

দলিল:

হাদীস:

ليس في الحلي زكاة

"ব্যবহারের জন্য রাখা অলঙ্কারের উপর যাকাত নেই।"
(সুনান আবু দাউদ, হাদিস: ১৫৬৪)

মিশ্রিত সম্পদের উপর যাকাত::

মিশ্রিত সম্পদ বলতে বোঝায়, এমন সম্পদ যা বিভিন্ন ধরণের (যেমন: সোনা, রূপা, নগদ অর্থ, ব্যবসার পণ্য) একসঙ্গে রয়েছে। মিশ্রিত সম্পদের যাকাত হিসাব করার নিয়ম হলো:

- সব সম্পদ একত্রে গণনা করতে হবে।
- তারপর নেসাব অনুযায়ী সম্পদের যোগফল থেকে ২.৫% যাকাত দিতে হবে।

দলিল:

কুরআন:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

"তাদের ধন-সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করো, এর মাধ্যমে তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে ও শুদ্ধ করবে।"
(সূরা তওবা: ১০৩)

হাদীস:

عن معاذ بن جبل أن النبي ﷺ قال: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم»

"হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: 'তাদের জানিয়ে দাও যে আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরজ করেছেন, যা তাদের ধনীদের থেকে সংগ্রহ করা হবে এবং দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।'"
(সহীহ বুখারি, হাদিস: ১৩৯৫)

যাকাত আদায়ে মূল্যের মানদণ্ড: সোনা নাকি রুপা?

কুরআন থেকে:

- **আয়াত:**

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيم

(সূরা আত-তাওবা: ১০৩)
অর্থ: "তোমাদের ধন-সম্পত্তি থেকে সদকা গ্রহণ করো, যা তাদের পবিত্র করবে এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবে। আর তাদের জন্য দোয়া করো। নিশ্চয়ই তোমার দোয়া তাদের জন্য শান্তি।"

হাদিস থেকে:

- আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন:
"যার কাছে স্বর্ণ বা রৌপ্যের ধন থাকে এবং সে এর যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তা আগুনে গরম করা হবে এবং তার শরীরে দাগ দেওয়া হবে।"
(সহীহ বুখারি, হাদিস: ১৪০৩)

ফিকহের দৃষ্টিকোণ:

যাকাত আদায়ের মূল্যের মানদণ্ড হিসেবে সোনা বা রুপার নির্দিষ্ট পরিমাণ নিসাব নির্ধারণ করা হয়েছে।

- **সোনা:** ৮৫ গ্রাম।
- **রুপা:** ৫৯৫ গ্রাম।

বর্তমানে রুপার মানদণ্ড ব্যবহার করা হয় যেহেতু তা সাধারণ মানুষের জন্য অধিক সহায়ক।

ব্যবহৃত সোনা-রুপার উপর যাকাতের বিধান

কুরআন থেকে দলিল
আয়াত:

وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ...

(উপরোক্ত আয়াত একইভাবে প্রযোজ্য)

হাদিস থেকে দলিল
রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:
"যে ব্যক্তি সোনা বা রুপা জমা করে রাখে এবং তার যাকাত প্রদান করে না, কিয়ামতের দিন তা আগুনে গলিয়ে তার শরীরকে দগ্ধ করা হবে।"
(সহীহ মুসলিম, হাদিস: ৯৮৭)

ফিকহের সিদ্ধান্ত
ব্যবহারের উদ্দেশ্যে গহনা থাকলে বেশিরভাগ আলেম যাকাত ফরজ মনে করেন না। তবে হানাফি মাজহাবের মতে, ব্যবহৃত সোনা-রুপারও যাকাত দিতে হবে।

ফিক্সড ডিপোজিটের উপর যাকাতের বিধান

কুরআন থেকে দলিল
আয়াত:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا...

(সুরা আত-তাওবা, ৯:১০৩)

অর্থ:

“তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করো, যা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।”

হাদিস থেকে দলিল

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

"প্রত্যেক মুসলিমের উপর, তার সম্পদের নির্ধারিত অংশে যাকাত দেওয়া ফরজ।"

(সহীহ বোখারি, হাদিস: ১৪৫০)

ফিকহের সিদ্ধান্ত

ফিক্সড ডিপোজিট মূলধন এবং এর মুনাফার উপর এক বছর অতিক্রান্ত হলে যাকাত ফরজ হবে।

প্রভিডেন্ট ফান্ডের যাকাতের বিধান

কুরআন থেকে দলিল

আয়াত:

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ

(সুরা বাকারা, ২:২১৯)

অর্থ:

“তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তারা কী ব্যয় করবে। আপনি বলুন, যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত।”

হাদিস থেকে দলিল

"যাকাত হলো ধনীদের সম্পদ থেকে নেওয়া হয় এবং দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।"

(সহীহ বোখারি, হাদিস: ১৪৫৫)

ফিকহের সিদ্ধান্ত

প্রভিডেন্ট ফান্ড কর্মীর জন্য ব্যবহারযোগ্য হলে এবং এক বছর অতিক্রান্ত হলে তার উপর যাকাত ফরজ হবে।

ফসলের যাকাত::

কুরআন থেকে দলিল

আয়াত:

وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ...

(সুরা আল-আনআম, ৬:১৪১)

অর্থ:

"ফসল তোলার দিন তার হক প্রদান করো।"

হাদিস থেকে দলিল

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

"সেচের পানি প্রাকৃতিক হলে (বৃষ্টির পানি), তার যাকাত দশ ভাগের এক ভাগ। আর যদি সেচে শ্রম লাগে, তাহলে কষ্টের জন্য বিশ ভাগের এক ভাগ।"

(সহীহ বোখারি, হাদিস: ১৪৮৩)

ফিকহের সিদ্ধান্ত

ফসলের যাকাত ফসলের ধরন ও সেচ পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত হবে।

যাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে::

কুরআন থেকে দলিল

আয়াত:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْعَـٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَـٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

(সুরা আত-তাওবা, ৯:৬০)

অর্থ:

"নিশ্চয়ই যাকাত হলো শুধুমাত্র দরিদ্র (ফকির), অভাবগ্রস্ত (মিসকিন), যাকাত ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী, নতুন মুসলমানদের মন জয় করার জন্য, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি,

আল্লাহর পথে, এবং মুসাফিরদের জন্য নির্ধারিত। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরজ করা হয়েছে। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

হাদিস থেকে দলিল

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

"যাকাত হলো ধনীদের সম্পদ থেকে নেওয়া হয় এবং দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।"

(সহীহ বোখারি, হাদিস: ১৪৫৫)

উপযুক্ত ব্যক্তি:

১. দরিদ্র (ফকির)।

২. অভাবগ্রস্ত (মিসকিন)।

৩. যাকাত ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মী।

৪. নতুন মুসলমান বা ইসলামে আগ্রহী।

৫. দাসমুক্তির জন্য।

৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি।

৭. আল্লাহর পথে যারা কাজ করেন (জিহাদ, দাওয়াহ বা শিক্ষা)।

৮. মুসাফির বা পথিক।

যাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে না::

কুরআন থেকে দলিল

উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত ৮ শ্রেণির বাইরে অন্য কারো জন্য যাকাত বৈধ নয়।

হাদিস থেকে দলিল

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

"যাকাত ধনীদের জন্য বা কর্মক্ষম ব্যক্তিদের জন্য বৈধ নয়।"

(সুনান আবু দাউদ, হাদিস: ১৬৩৩)

"আমরা (নবীর পরিবার) যাকাত গ্রহণ করতে পারি না।"

(সহীহ মুসলিম, হাদিস: ১০৭২)

যাদের দেওয়া যাবে না:

১. ধনী ও স্বচ্ছল ব্যক্তি।

২. কর্মক্ষম ব্যক্তি, যারা উপার্জনে সক্ষম।

৩. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বংশধর (আলুল বায়ত)।
৪. পিতা-মাতা ও ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ।
৫. সন্তান ও অধস্তন বংশধর।
৬. স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে।

যাকাত কোন খাতে দেওয়া উত্তম?

কুরআন থেকে দলিল

আয়াত:

...وَفِى ٱلسَّبِيلِ ٱللَّهِ

(সুরা আত-তাওবা, ৯:৬০)

অর্থ:

“আর আল্লাহর পথে।”

হাদিস থেকে দলিল

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

"তোমাদের সম্পদের মধ্য থেকে যাকাত নিয়ে তা তোমাদের দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করো।"

(সহীহ বোখারি, হাদিস: ১৪৯৬)

উত্তম খাত:

১. দারিদ্র বিমোচনে ফকির ও মিসকিনদের জন্য।
২. ইসলামের প্রচার ও শিক্ষা কার্যক্রমে।
৩. ঋণগ্রস্তদের সাহায্যে।
৪. আল্লাহর পথে জিহাদ বা ধর্মীয় প্রয়োজনে।
৫. অভাবী মুসাফিরদের সাহায্যে।

<u>যাকাত আদায় কি শুধু রমজান মাসের বৈশিষ্ট্য?</u>

কুরআন থেকে দলিল

আয়াত:

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ...

(সুরা বাকারা, ২:৪৩)

অর্থ:

“নামাজ কায়েম করো এবং যাকাত প্রদান করো।”

হাদিস থেকে দলিল

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

"যাকাত হলো সেই সম্পদের হক, যা এক বছর অতিক্রান্ত হলে প্রদান করতে হয়।"

(সুনান আবু দাউদ, হাদিস: ১৫৭৩)

ব্যাখ্যা:যাকাত আদায় রমজানের জন্য নির্ধারিত নয়। এটি হিজরি বছরের নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করতে হয়। তবে রমজানে সওয়াব বেশি হওয়ার কারণে অনেকে এই মাসে যাকাত দেন।

শেষ কথা:

যাকাত ধনীদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরজ একটি দায়িত্ব এবং দরিদ্রদের জন্য একটি অধিকার। এটি ব্যক্তিগত সম্পদে বরকত আনে এবং সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে। সঠিকভাবে যাকাত আদায় করলে তা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পাশাপাশি সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়।

আল্লাহ তাআলা আমাদের যাকাতের হুকুম যথাযথভাবে পালন করার তাওফিক দান করুন। আমিন।